بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২০শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় রমযানের প্রেক্ষাপটে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর খোদা তা'লার প্রতি গভীর ভালোবাসা ও ইবাদতের কিছু নমুনা তুলে ধরেন এবং পরিশেষে কারাবন্দি আহমদী, মুসলিম উম্মত ও বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতির জন্য দোয়ার তাহরীক করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় গতকাল থেকে রমযান শুরু হয়েছে। এ মাস আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সাথে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন এবং নিজেদের আধ্যাত্মিক সংশোধনের জন্য নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে এথেকে অধিকতর লাভবান হওয়ার তৌফিক দিন। কিন্তু সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, প্রকৃত অর্থে আমরা তখনই লাভবান হবো যখন রমযানের পরও আমরা আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা এবং ইবাদতের সেই মান অব্যাহত রাখতে পারব, বরং উত্তরোত্তর উন্নত করার চেষ্টা করব আর তখনই আমরা নিজেদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণকারী হতে পারব। বিগত কয়েক খুতবায় আমি মহানবী (সা.)-এর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসা এবং ইবাদতের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি। এরপর তাঁর নিষ্ঠাবান প্রেমিক ও দাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসা এবং ইবাদতের মান কিরূপ ছিল তা বর্ণনা করেছি। আজও তাঁর (আ.) জীবনচরিতের আলোকে কিছু ঘটনা উল্লেখ করব। তবে, শুধু এমনটি যেন না হয় যে, আমরা এসব ঘটনা শুনব এবং সংরক্ষিত রাখব, বরং এগুলো আমাদের জন্য পথপ্রদর্শক হওয়া উচিত।

১৯০৭ সালের এমনই একটি ঘটনা, মরহুম কাযী জিয়াউদ্দীন সাহেবের কন্যা হযরত আমাতুর রহমান সাহেবা বর্ণনা করেন, এক দিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং হযরত উম্মুল মু'মিনীন (রা.) বাড়িতে এ বিষয়টি পরীক্ষা করছিলেন যে, চোখ বন্ধ করে কাগজে লেখা যায় কিনা? সে সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি কাগজের টুকরোতে যে বাক্য লিখেছিলেন তা হলো, **"মানুষের সর্বদা আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় পাওয়া এবং পাঁচবেলার নামাযে তাঁর সমীপে দোয়া করা উচিত।"** অতএব, তাঁর সর্বদা এ দিকেই মনোযোগ নিবদ্ধ থাকত যে, আমার অনুসারীরা, বরং প্রত্যেক মু'মিন সর্বদা খোদার ভয়ে ভীত থাকবে এবং খোদার ইবাদতে মগ্ন থাকবে। অপরদিকে ঐ কাগজের ওপর হযরত আম্মাজান (রা.) লিখেছিলেন, **"মাহমূদ আমার আদরের ছেলে, কেউ যেন তাকে কিছু না বলে।"** আর তারপর বাচ্চাদের সম্পর্কেই আরেকটি বাক্য ছিল যে, **"মুবারক আহমদ বিস্কুট চাইছে।"**

মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ১৮৮৪ সালে ইচ্ছা করেছিলেন, কাদিয়ানের বাইরে কোথাও গিয়ে চিল্লাকশি করবেন এবং ভারতবর্ষ ভ্রমণ করবেন। তিনি প্রথমে গুরদাসপুর জেলার সুজানপুরে গিয়ে নির্জনে থাকার কথা চিন্তা করেছিলেন; কিন্তু পরে এলহাম হয়, **"তোমার সমস্যার সমাধান হুশিয়ারপুরে হবে"**। অতএব, ১৮৮৬ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি (আ.) হুশিয়ারপুরের সম্ভ্রান্ত রঈস শেখ মেহের আলী সাহেবকে চিঠি লেখেন, আমি দুই মাসের জন্য হুশিয়ারপুর আসতে চাই, শহরের প্রান্তে দ্বিতল একটি বাড়ির ব্যবস্থা করা হোক। শেখ মেহের আলী সাহেব তার নিজের একটি হাভেলী খালি করে দেন। সেখানে পৌঁছে হুযূর আকদাস (আ.) হাতে লিখিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষণা করেন, **"চল্লিশ দিন পর্যন্ত কেউ আমার সাথে দেখা করতে আসবে না এবং কেউ আমাকে নিমন্ত্রণের জন্য ডাকবে না। এই চল্লিশ দিন অতিক্রমের পর আমি আরও বিশ দিন থাকবো, এই বিশ দিনে সাক্ষাৎ ও প্রশ্নোত্তরের অনুমতি থাকবে।** পাশাপাশি সহযাত্রীদের নির্দেশ দেয়া হলো, **মূল ফটকে**

সর্বদা ভেতর শিকল লাগানো থাকবে এবং ঘরেও কেউ আমাকে ডাকবে না, কেউ ওপরে আসবে না আর আমি নামাযও ওপরেই আদায় করবো। জুমুআর জন্য তিনি বলেন, **শহরের প্রান্তে কোনো নির্জন মসজিদ খুঁজে নাও যেখানে আমরা পৃথকভাবে জুমুআর নামায আদায় করব।"**

এভাবে তিনি (আ.) ৪০ দিন চিল্লাকশি করেন এবং খোদা তা'লার ইবাদতে মশগুল থাকেন। তিনি মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সাহেবকে বলেন, **এই দিনগুলোতে আমার ওপর আল্লাহ্ তা'লার বড়ো বড়ো কৃপার দরজা উন্মোচিত হয়েছে এবং কখনো কখনো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা আমার সাথে কথা বলেছেন।** এছাড়া মুসলেহ্ মওউদ বা প্রতিশ্রুত মহান পুত্রসন্তানের এলহামও এই চিল্লাকশির মধ্যেই হয়েছিল এবং চিল্লার পর হুশিয়ারপুর থেকেই তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণীর ঘোষণা করেছিলেন। হুযূর (আই.) বলেন, এটি ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬ সালের ইশতেহার বা বিজ্ঞপ্তি যা **'মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী'** নামে পরিচিত। এটিও একটি বিশেষ সমাপতন যে, আজ ২০শে ফেব্রুয়ারি এবং মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী মহা মর্যাদার সাথে পূর্ণ হওয়ার দিন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁর খিলাফতকাল ছিল বায়ান্ন বছরের আর এ সময় আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে অসাধারণ সাফল্যে ভূষিত করেন। মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে তাঁর যেসব বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ ছিল, তার সবই হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)-র ব্যক্তিসত্তায় পূর্ণতা পেয়েছে।

হুযূর (আই.) বলেন, আমি এটিকে কাকতালিয় এ জন্য বলছি যে, এই ঘটনা আজই আমার সামনে এসেছে, নতুবা আগে-পরেও আসতে পারতো। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার প্রজ্ঞা এটিই ছিল যে, আজই এ বিষয়টি আসুক এবং আমি তা বর্ণনা করি। এই দিনগুলোতে জামা'তে মুসলেহ্ মওউদ দিবসের জলসাও হচ্ছে এবং এসব অনুষ্ঠান থেকে ইতিহাসও জানা যায়। এমটিএ-তেও প্রোগ্রাম প্রচারিত হচ্ছে, সেগুলোও দেখা উচিত। হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মিয়াঁ আবদুল্লাহ্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, হযরত সাহেব (আ.) এই নিভৃতে একাকী অবস্থানের সময়ে কী করতেন এবং কীভাবে ইবাদত করতেন? তিনি উত্তরে বলেন, আমরা তা জানি না; কারণ তিনি ওপরের তলায় থাকতেন। তিনি বর্ণনা করেন, একদিন যখন আমি খাবার দিতে ওপরে যাই, তখন হযরত আকদাস (আ.) বলেন, **আমার প্রতি এলহাম হয়েছে, بُورِكَ مَنْ فِيهَا وَمَنْ حَوْلَهَا এবং তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, مَنْ فِيهَا দ্বারা আমাকে বুঝানো হয়েছে এবং مَنْ حَوْلَهَا দ্বারা তোমরা যারা আমার সাথে আছো তাদেরকে বুঝানো হয়েছে।**

হযরত ভাই চৌধুরী আব্দুর রহমান সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাহাজ্জুদের নামায অত্যন্ত আকুতি মিনতির সাথে আদায় করতেন। ছোটো মসজিদের সামনে কুঠুরীতেও তাঁর আহাজারির শব্দ শোনা যেত। তাঁর (আ.) রীতি ছিল, তিনি **ইহ্দিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম** বারবার পুনরাবৃত্তি করতে থাকতেন। কাজেই, এ দোয়াটি আমাদেরও বারবার পাঠ করা উচিত যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সর্বদা হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন। হযরত মাস্টার হুসাইন সাহেব (রা.) তাঁর তাহাজ্জুদ নামাযের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন, **একবার রাত ৩টার সময় দেখি, হুযূর (আ.) নামায পড়ছেন। আমিও ওযূ করে হুযূরের পেছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে শুরু করি। আমি অনেক চেষ্টা করি হুযূর (আ.)-এর ন্যায় ক্বিয়াম, রুকু ও সিজদা করতে, কিন্তু পারি নি। শুধুমাত্র দুই রাকাত পড়েই আমি ক্লান্ত হয়ে যাই অথচ তিনি (আ.) তখনও প্রথম রাকাতেই ছিলেন।** অনুরূপভাবে দিনের বেলায় যখন আমরা তাঁর কাছে বসি আর তিনি জামা'তের সদস্যদের তাহাজ্জুদের নির্দেশ দিচ্ছিলেন তখন এই অধম নিবেদন করি, যদি তাহাজ্জুদ পড়তে না পারি সেক্ষেত্রে কী করা যেতে পারে? তিনি (আ.) বলেন, **তখন**

অধিক হারে ইস্তেগফার পাঠ করো, খোদার (তসবীহ) প্রশংসা ও (তাহমীদ) গুণকীর্তন করো। এর ফলে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার সামর্থ্য লাভ করবে। হুযূর (আই.) বলেন, এখানে দোয়া শেখানোর অর্থ এটি নয় যে, তাহাজ্জুদের পরিবর্তে এ আমল গৃহীত হবে, বরং এটি এজন্য বলা হয়েছে যেন তাহাজ্জুদ পড়ার সামর্থ্য লাভ হয়। কাজেই, এটি সেই ব্যবস্থাপত্র যা আমাদের দুর্বলতার সময় গ্রহণ করা উচিত। বর্তমানে রমযান মাস চলছে আর এ সময় তাহাজ্জুদ পড়ার সুযোগও সৃষ্টি হয়ে যায়, আবার মসজিদে তারাবীর নামায পড়ার সুযোগও থাকে। কিন্তু মহানবী (সা.) এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রীতি ছিল, রাতে উঠে তাহাজ্জুদ নামায পড়া। তাই তারাবী পড়লেও তাহাজ্জুদ নামায পড়া আবশ্যক।

হযরত আম্মাজান (রা.)-র বরাতে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমাকে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে অবগত করা হয়েছে, **"সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম"** পড়া উচিত। এ কারণে তিনি এটি অধিকহারে পাঠ করতেন, এমনকি রাতে বিছানায় শায়িত অবস্থায়ও পাঠ করতে থাকতেন। তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন, **"যদি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আমাকে বলা হয় যে, তুমি একাকীত্ব এবং কোলাহলপূর্ণ জীবনের মধ্যে কোন্‌টি বেছে নিবে? আমি সেই সত্তার কসম খেয়ে বলছি, আমি একাকীত্বের জীবনকে প্রাধান্য দিব। তিনিই আমাকে টেনে এনে কর্মক্ষেত্রে প্রকাশ করেছেন অথচ একাকী জীবনের যে স্বাদ আমি পাই সে বিষয়ে খোদার চেয়ে আর কে বেশি অবগত? আমি প্রায় ২৫ বছর একাকী জীবনযাপন করেছি আর কখনো এক মুহূর্তের তরেও খ্যাতির আসনে আসীন হতে চাইনি।"** হুযূর (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অন্যত্র বলেন, **"পার্থিবতা একেবারে পরিত্যাগ করাও উচিত নয়। আল্লাহ্ তা'লা যে নিয়ামতরাজি দিয়েছেন সেগুলোরও মূল্যায়ন করা উচিত। প্রত্যেকের নিজের অবস্থান থেকে এটি খতিয়ে দেখা উচিত, আমরা পার্থিবতায় ডুবে যাই নি তো! ইসলামী শিক্ষা ভারসাম্যপূর্ণ, সে অনুযায়ী চলা উচিত। তবে আল্লাহ্ তা'লাকে কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয়— এ বিষয়ে সতর্কতা আবশ্যক।"** আল্লাহ্ তা'লা এ রমযানে আমাদেরকে প্রকৃত অর্থে যথাযথভাবে ইবাদতের দাবি পূরণের এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধির সামর্থ্য দিন, আমরা যেন রমযান থেকে অধিকতর কল্যাণ লাভ করতে পারি আর পরবর্তীতেও এ আশিসের প্রভাব আমাদের জীবনে প্রবহমান থাকে, সে তৌফিক দিন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে প্রকৃত মু'মিন ও মুসলমান হওয়ার তৌফিক দিন।

পরিশেষে হুযূর (আই.) বিশেষ দোয়ার তাহরীক করে বলেন, রমযানের এই দিনগুলোতে বিশেষভাবে সমস্যা কবলিত এবং মিথ্যা মামলায় বন্দি আহমদীদের মুক্তির জন্য অনেক দোয়া করুন। মুসলিম উম্মতকেও দোয়ায় স্মরণ রাখবেন, পৃথিবী যেন ধ্বংস থেকে রক্ষা পায় সেজন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা নিরপরাধদেরকে যালিমদের দুষ্কৃতি থেকে রক্ষা করুন আর যুদ্ধ ও ধ্বংসযজ্ঞ যদি নিয়তিতে নির্ধারিত থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা যেন সর্বদা নিরপরাধীদের রক্ষা করেন এবং অত্যাচারীদের ধৃত করেন, আমীন।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)